উত্তরা খণ্ডের পথে

(প্রথম খণ্ড)

যমুনোত্রী
বারণাবত
গোমুখ
তপোবন
পর্ব

উত্তর-পথিক

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৮ বা. সা.

প্রকাশ করেছেন—শ্রীকরুণাময় ভট্টাচার্য্য
বাসন্তী প্রকাশনী
১২, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা আশ্রম
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চৌধুরী
বল্লভ:পাড়া (নদীয়া)

ব্লক তৈরী করেছেন এবং ছেপেছেন—
দি ইণ্ডিয়ান্ ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড্

ছেপেছেন—শ্রীযুগলকিশোর রায়
সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

উত্তরা খণ্ডের পথে

'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥'

—গীতা

'বিজয়, সৃষ্টির এই বহুবিচিত্র রূপ—অনন্ত আকারে, অনন্ত বর্ণে, এ আমারই। সেই রূপৈশ্বর্য, সেই বৈচিত্র-বিভূতি আমার দেখে নাও।'—

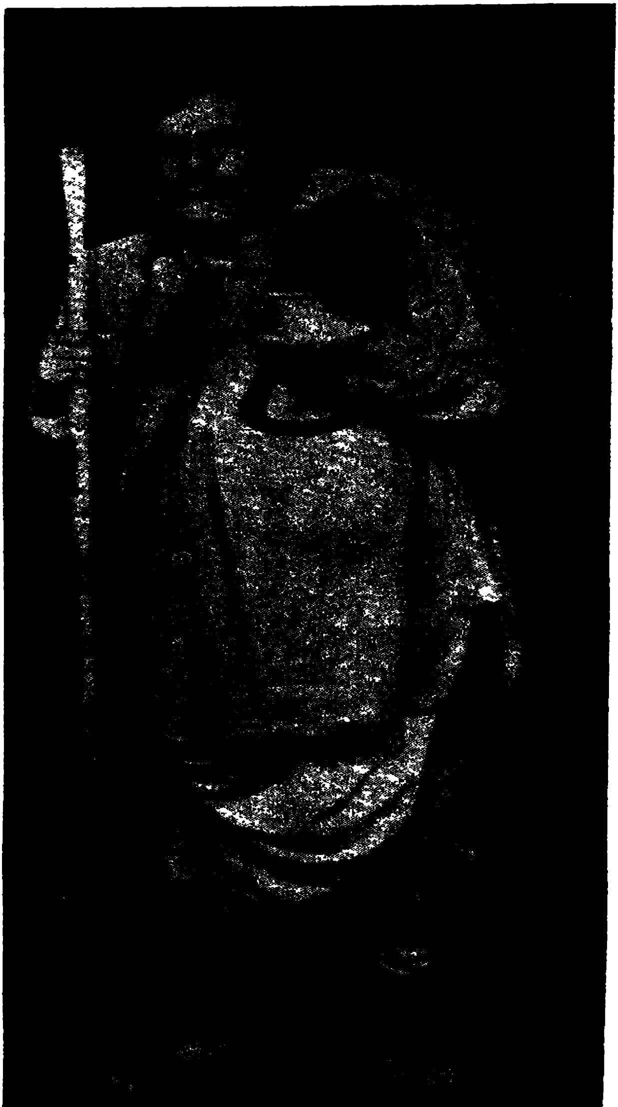
জনক তর্পণ

ছিলাম অব্যক্ত-আয়তনে ; তুমিই ডেকে এনেছ। তাই আজ আমি ব্যক্ত। অথচ সেই তুমিই আমাকে ফাঁকি দিয়ে এখন অব্যক্ত-পথিক। এ চোখে আর সেই স্নেহ-ক্ষরা সহাস পবিত্র আনন প্রতিভাত হবে না। ব্যক্ত-আয়তনে তোমার মাটির অবয়বের সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি। কিন্তু পুনর্মিলন যে এখনও বাকি! তোমার তর্পণে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে সেই ভাবী-মিলনের যোগসূত্র গেঁথে দিলাম। সেইক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকো। সে সময়ে কোন ফাঁকি, কোন অপূর্ণতা আমি সহ্য করব না!

ইতি

তোমার খোকা

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।



গঙ্গোত্রীর পথে উত্তর-পথিকের একমাত্র সঙ্গী

উত্তরা খণ্ডের পথে

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী'

ঘরের গ্রন্থী বাঁধে ;—আবদ্ধ জলের মতো একটি সীমিত গণ্ডীর ভেতর নিজ অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে হারিয়ে যাই। পথের গ্রন্থী বন্ধন থেকে দেয় মুক্তি। পাখীকে সোনার শেকলে বেঁধে খাঁচায় আটকায় না, উড়িয়ে দেয় সুনীল আকাশে। তার টানে বেড়িয়ে আসি পরিচিতকে ছেড়ে অপরিচয়ের সীমাহীন প্রান্তরে। ঘরের নিশ্চিত অনায়াসলভ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিদিনের পরিচিত গণ্ডীর চিন্তাহীন জীবন—এসবের প্রলোভন তুচ্ছ হয়ে যায়, সব পিছে পড়ে থাকে। ঝাঁপ দিই নিত্য অনিশ্চয়তার মধ্যে।

তবুও পথ মায়ামৃগ নয় ; নিরাশ্রয়তার মধ্যে সে টেনে নিয়ে আসে সত্যি, কিন্তু ভুলায় না, পৌঁছিয়ে দেয় নির্মল উপলব্ধির অনুভূমিতে। তাই দেখি পথ চলতে চলতে মন থেকে কখন 'আমার' বোধটা যেন খসে পড়েছে।

চিত্তের দৈন্য মিলিয়ে যায়, মনের ভ্রান্তিও অপসারিত হয়। টের পাই আমি বিশ্বের—বিশ্ব প্রকৃতির। যেদিকে তাকাই দেখি শুধু যোগ—বিয়োগ কোথাও নেই—সীমায়িত গণ্ডীর ভেদবোধ মনকে আর পীড়িত করে না। এই পথ—যাকে বিয়োগ করে রেখেছি, পর বলে যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, পথ তাকেই যুক্ত করে দেখতে শিখিয়ে দেয়, পার্থক্য ঘুচিয়ে অভেদ উপলব্ধিতে মনকে সুস্থির করে রাখে।

পথের অনলস দৈর্ঘ্যে অসীমের দিশা ; সে ডাকে, তাই তীর্থের পরিকল্পনা। তার ইসারায় অকিঞ্চনত্বের শুভ আশ্বাস। তার ঘাটিতে ঘাটিতে বিচিত্র রূপের সমাবেশ। রূপপ্রয়াসী মানব চিত্ত স্থির থাকতে পারে না। তাই বসে থাকি ভোরের অপেক্ষায়, পথ খোঁজার আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে।

স্কুল বন্ধ, গরমের ছুটি। বেরিয়ে এলাম উত্তরা খণ্ডের পথে—একেবারে হিমালয়ের খাসমহলে। ৩১শে মে সকাল সাড়ে আটটায় এলাম